দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

কিছু শিক্ষক বিনা নোটিসে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ইউজিসির প্রতিবেদন

■ নিজামুল হক

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অন্য একাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি সময় ব্যয় করছেন এমন অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখভালের দায়িত্বে থাকা সরকারি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি)।

ইউজিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন, ঢাকা, জগন্নাথ, টেক্সটাইল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সাথে জড়িত রয়েছেন। তারা ছুটি না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকছেন। এরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজেও জড়িত রয়েছেন। এতে সরকারি

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

কিছু শিক্ষক বিনা নোটিসে ক্লাসে

২০ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের অর্থ অপচয় হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টিবোর্ড, সিন্ডিকেট সদস্য, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ও শিক্ষকদের তালিকা দেখলেই এর প্রমাণ মেলে।

ইউজিসির সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিক্ষকদের অবাবদিহিতার প্রসঙ্গটি উঠে আসে। ইউজিসি ওই প্রতিবেদনে বলছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশিরভাগ শিক্ষকই নিষ্ঠাবান; তাদের অবদান জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। অনেক শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস না নিয়ে কিংবা শিক্ষার্থীদের আগে কোন নোটিস না দিয়ে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি ব্যবহারিক ক্লাসেও যথেষ্ট সময় উপস্থিত থাকেন না। একজন শিক্ষককে প্রতি সপ্তাহে কত ঘণ্টা ক্লাস নিতে হবে—এই ব্যাপারে নিজস্ব নিয়ম থাকলেও প্রথমত: এর সঠিক বাস্তবায়ন হয় না এবং এই নিয়মের সঠিক ব্যাখ্যাও নেই-এমন বিষয়টিও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

ইউজিসি বলছে, স্বাভাবিক অবস্থায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি একাডেমিক সেশনে অর্থাৎ প্রতি বছর ৩০-৩২ সপ্তাহ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় এবং বাকি সময় ছুটি থাকে। ক্লাস নেয়া ব্যতীত অন্যান্য কাজের জন্য যেমন-গবেষণা, প্রশাসন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা ইত্যাদির জন্য কত সময় একজন শিক্ষককে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকতে হবে—এই সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান না থাকায়, অনেক শিক্ষকই বেশিরভাগ সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-রুমসহ শিক্ষকদের অফিসকক্ষ দুপুরের পর তালাবন্ধ থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থী সমাজ এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষকদের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা জন্মেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে পরীক্ষার উত্তরপত্র বিলম্বে মূল্যায়ন করার অভিযোগ রয়েছে এবং এর ফলে পরীক্ষার ফল নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে না। তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তারা একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কত সময় বা কি পরিমাণ দায়িত্ব বহন করতে পারেন, সেই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায়। ইউজিসি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, শিক্ষকদের দায়িত্ব প্রতিপালন এবং সার্বিক আচরণের উপর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার বলে ইউজিসি মনে করে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে চাকরি হতে অপসারণের বিষয়ে আইন রয়েছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছে। অথচ বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ বলা আছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সিন্ডিকেটের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে খণ্ডকালীন বা পূর্ণকালীন অন্য কোন কাজ বা চাকুরী করিতে পারিবেন না।' চাকরির শর্তবলী অংশে উল্লেখ আছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বেতনভোগী শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার চাকরির শর্তাবলী ভঙ্গ, কর্তব্যে অবহেলা, অসদাচরণ; নৈতিক স্খলন বা অদক্ষতার কারণে, সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, চাকুরী হতে অপসারণ বা পদচ্যুত করা অথবা অন্য প্রকার শাস্তি প্রদান করা যাবে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক নিত্যই চন্দ্র সূত্রধর বলেন, আমার কাছে সুস্পষ্ট অভিযোগ এলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। এর মধ্যে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

শুধু টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরনের আইন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাইলে নিয়ম না মানা, দায়িত্ব পালনে অবহেলায় অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু তা করছে না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ধরনের ছুটি নেয়া যায়। একজন শিক্ষক অবৈতনিক ছুটি নিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে পারেন। তাতে আইন এবং নীতিমালার কোন বাধা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মন ছুটি নিয়ে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছুটি নিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আমার ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটেছে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন বেতন-ভাতা নিচ্ছি না। অফিসিয়ালি কোন সভায় উপস্থিত থাকছি না। শুধু বাড়িটি ব্যবহার করছি। এ জন্য প্রতিমাসে ৩৫ হাজার টাকা ভাড়া পরিশোধ করছি।

তিনি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান পদে অধ্যাপক থেকে সহকারী অধ্যাপকরা দায়িত্ব পালন করেন। একজন সহকারী অধ্যাপক চেয়ারম্যান হবার পর অধ্যাপক পদ মর্যাদার একজন শিক্ষককে কিভাবে জবাবদিহিতার মধ্যে আনবেন।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ইত্তেফাককে বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক অনিয়ম করছেন। ক্লাস ফাঁকি দিচ্ছেন, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বিভিন্ন কৌশলে এসব অনিয়ম করছেন। আমরা চেষ্টা করছি সব কিছু নিয়মের মধ্যে আনার। তিনি বলেন, শিক্ষকদেরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। তাদের মনে রাখা উচিত, শিক্ষকদের দেখেই শিক্ষার্থীরা শিখবে।